

হাজেব মানসুর

একজন মহান বীর যার মৃত্যুতে সমগ্র ইউরোপ আনন্দিত হয়েছিল এবং তার কবরের কাছে বিশাল সমাবেশ করেছিল।

এই ব্যক্তি যখন মৃত্যু বরণ করেছেন তখন সমগ্র ইউরোপ তার মৃত্যুতে আনন্দিত হয়েছিলো। তারা তার কবরে গান বাদ্য করে এবং মদ পানের আয়োজন করে। তাদের একজন বলেছিল: «আল্লাহর কসম! যদি এই করব ওয়ালা আর কিছু সময় শ্বাস নিতে পারতো তাহলে আমাদের কাউকে জীবিত ছাড়তো না এবং আমরা কেউ স্থির থাকতে পারতাম না।»

ইনি সালাহুদ্দীন আইয়ুবী নন। কিন্তু এমন এক পুরুষ যার স্বীকৃতি দিয়েছেন অনেক মানুষ। তোমরা কি তার কথা শুনছ?

ইতিহাস তার কথা উল্লেখ করেছে। যদিও আমরা তার কথা বলিনি। যখন আমীর হাজেব মানসুর মারা গেলেন তখন তার মৃত্যুর খবরে সমগ্র ইউরোপ এবং ফ্রান্স আনন্দিত হয়েছিল। এমনকি ফ্রান্স সম্রাট তার কবরের কাছে এসেছিল এবং তার কবরের কাছে বিশাল তাবু স্থাপন করেছিল। হাজেব মানাসুরের কবরের উপর স্বর্ণের খাট বিছিয়েছিল। এবং সে তার স্ত্রীকে নিয়ে ঘুমিয়েছিল এবং তার মৃত্যুতে তারা খুবই আনন্দ-ফুর্তি করেছিল।

ইনি ছিলেন স্পেনের ইসলামী সেনাবাহিনীর কমান্ডার। তিনি যখন মাটির নিচে তখন ফ্রান্স সম্রাট বলেছিল: তোমরা কি আমাকে দেখছ না যে, আমি এখন আমি সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ও আরবের সম্রাট হয়েছি। এবং আমি তাদের সবচেয়ে বড় নেতার কবরে বসেছি। তখন তাদের একজন বলল:

«রবের কসম! যদি এই করব ওয়ালা আর কিছু সময় শ্বাস নিতে পারতো তাহলে আমাদের কাউকে জীবিত ছাড়তো না এবং আমরা কেউ স্থির থাকতে পারতাম না।»

এতে ফ্রান্স সম্রাট ক্রোধান্বিত হলেন এবং তাকে হত্যার জন্য তরবারি কোষ মুক্ত করলেন। তখন তার স্ত্রী তার জামা টেনে ধরল এবং বলল: «এই ব্যক্তি সত্যি বলেছে। আমরা কি তার কবরের উপর শুয়ে গর্ব করতে পারি? আল্লাহর শপথ! এটা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবে। আমরা তার মৃত্যুর দ্বারা তাকে অপদস্থ করতে পারবো না। ইতিহাস তার বিজয় কাহিনী রচনা করবে। সে মৃত্যু বরণ করেছে আমাদের কৃতকর্মকে ঘৃণা করে এবং তার জন্য এটা আনন্দের বিষয় যে, সে সম্রাটের সিংহাসনের নিচে ঘুমাচ্ছে। »

হাজেব মানসুর ৩২৬ হিজরিতে উত্তর স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন অনুগত সিপাহী হিসেবে মুসলিম সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করেন। তার বীরত্ব ও সাহসিকতার কারণে কর্ডোবার পুলিশ প্রধান হয়ে যান। অতঃপর তার ভীষণ মেধার কারণে তিনি রাষ্ট্র প্রধানদের উপদেষ্টা হয়ে যান। অবশেষে স্পেনের আমীর ও সেনাপ্রধান নিযুক্ত হন। তিনি তার বাহিনী নিয়ে পঞ্চাশেরও অধিক যুদ্ধ করেন এবং

প্রত্যেকটিতেই বিজয়ী হন। তার পতাকা কখনো নিচে পড়েনি বা লাঞ্ছনার শিকারও হয়নি। তার কদম এমন ভূমিতে পড়েছে যেখানে অন্য মুসলিমদের কদম কখনো পড়েনি। তার সবচেয়ে বড় বিজয় ছিল “লায়ন” (একটি এলাকার নাম) এর যুদ্ধে। যেখানে পুরো ইউরোপ একত্রিত হয়েছিল লায়নের সৈন্যবাহিনীর সাথে। সেখানে ওই রাষ্ট্রগুলোর অধিকাংশ নেতারা মারা গেল ও বাকী সেনারারা বন্দী হলো। আর ঐ শহরে আযানের নির্দেশ দেওয়া হলো।

প্রত্যেক যুদ্ধের পর ও প্রত্যেক বিজিত এলাকাতে তার পোশাক ধূলযুক্ত থাকতো। এবং বিজিত শহরে আযানের আওয়াজ উঁচু হতো এবং তিনি সেখানকার মাটি একটি পাত্রে জমা করতে বলতেন এবং অসিয়্যত করতেন যাতে এই মাটির পাত্রটি সহ তাকে দাফন করা হয়। যাতে তা কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে তার পক্ষে স্বাক্ষরী হয়। পশ্চিমা এবং ফ্রান্স রাষ্ট্রগুলো তার চরম শত্রু ছিল। কারণ তিনি তাদের নেতাদেরকে হত্যা করেছেন এবং বন্দী করেছেন। তিনি তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে লাগাতার ত্রিশ বছর প্রচণ্ড যুদ্ধ করেছেন। এসময় তিনি নিজেও কোন বিশ্রাম নেননি এবং তাদেরকেও বিশ্রামের সুযোগ দেননি।

তিনি এক যুদ্ধের ঘোড়া থেকে নেমে আরেক যুদ্ধের ঘোড়ায় আরোহণ করতেন। তিনি আল্লাহর কাছে দেয়া করতেন মুজাহিদ হিসেবে মৃত্যু বরণ করতে। দেয়াল বেষ্টিত হয়ে মৃত্যু চাইতেন না। আর আল্লাহ তায়ালা তিনি যেমন চেয়েছেন তেমনই ঘটিয়েছেন। ফ্রান্সের সীমানায় যুদ্ধের সফরে তিনি ইন্তিকাল করেন। তার মৃত্যুর সময় বয়স ছিল ষাট। যার অর্ধেক তিনি যুদ্ধে কাটিয়েছিলেন।

মানসুর তার রবের নিকট চলে গেছে। আর তার নামটি ইসলামী ইতিহাসে মুসলিম বীরদের নামের সাথে স্থায়ীভাবে লিখিত হয়ে গেছে।

তাহরীদ মিডিয়া

<https://telegram.me/tahridbd>